রবীন্দ্রনাথ পাঠের ভূমিকা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থমালা ৪

সুধীন্দ্রনাথ পাঠের ভূমিকা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

—সম্পাদিত

জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ ২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা

জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ দে-জ সংস্করণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ছবি ও গান' পাঠান্তর সংস্করণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'চিঠিপত্র' চতুর্দশ খণ্ড

বাংলা আধুনিক সরস কবিতা (ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট)

বাংলা লিমেরিক সংগ্রহ

রঙিন কবিতা

ছোটোদের রঙিন কবিতা

বিদেশি প্রেমের কবিতা

সুধীন্দ্রনাথ পাঠের ভূমিকা

সম্পাদক:
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শামা
কলকাতা ৯৩

SUDHINDRANATH PATHER BHUMIKA
Critical essays on the Poet Sudhindranath Datta
Edited by Deviprasad Bandyopadhyaya

ভূমিকাংশের © বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায় / রঞ্জা বন্দ্যোপাধ্যায়

রঞ্জা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ৮০ গঙ্গাপুরী, পূর্ব পুটিয়ারি, কলকাতা ৯৩
(মোবাইল : ৯১২২৩৩৩৪৩৩\৯৯০৩০৪৭৩৮৮) থেকে প্রকাশিত
এবং দ্বারা মুদ্রিত।

প্রথম প্রকাশ জুন ২০০২
দ্বিতীয় প্রকাশ জানুয়ারি ২০২৩

প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

মূল্য ৫০০ টাকা

ISBN—

সূচীপত্র

সুধীন্দ্রনাথ : পাঠের ভূমিকা	১৩
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কালপঞ্জি	৬৬
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : রচনাপঞ্জি	৭৯

১

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠের ভূমিকা॥ আলোক সরকার	১০৯
'তন্বী' থেকে 'অর্কেস্ট্রা'॥ সন্দীপ মুখোপাধ্যায়	১১৮
'ক্রন্দসী' ও 'উত্তরফাল্গুনী'॥ মঞ্জুভাষ মিত্র	১৩১
ত্রিভুবন জুড়ে কালের ঊর্ণাজাল : 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থ॥ অরুণকুমার ঘোষ	১৫৩
কবিতার আলো॥ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	১৭২
দশমী॥ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮২
সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদ কবিতা॥ কমলেশ চক্রবর্তী	১৯৫
সুধীন্দ্রনাথ : এক সংগঠনী প্রতিভা॥ সুরজিৎ দাশগুপ্ত	২২২
সুধীন্দ্রনাথ : গদ্যকারের অন্তরে এক কবি॥ দেবতোষ বসু	২৩৮
সুধীন্দ্রনাথ ২০০০॥ অমিয় দেব	২৫০

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের
বন্ধুত্ব॥ নিরঞ্জন হালদার ২৬১
'অনুমানে শুরু, সমাধা অনিশ্চয়ে'॥ রঞ্জিত সিংহ ৩০৮
ব্যক্তি সুধীন্দ্রনাথ॥ সুমন গুণ ৩৪৮
কবি সুধীন্দ্রনাথ : প্রতীকের দীপ্তি॥ বিজয় দেব ৩৫৯
সুধীন্দ্রনাথের উপন্যাসচিন্তা॥ রবিন পাল ৩৮৪
সুধীন্দ্রনাথ : দুই 'আমি'র দ্বন্দ্ব॥ জহর সেনমজুমদার ৪১৬
সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ॥ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩৭
সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পত্রিকা সম্পাদনা॥ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪৮
পরিশিষ্ট
কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উইল॥ নিরঞ্জন হালদার
নির্দেশপঞ্জি ৪৬২

ন্যূনাধিক বৎসরকাল আগে বেরোবার এ বই বেরোতে চলেছে সময় পার করে অনেকানেক শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলির পেছনে, সে জন্য আমারই সর্বোপরি অপরাধ স্বীকার করি—বিশেষ, সংযুক্ত লেখকমহোদয়গণের কাছে। আরো আগে লেখা তাঁদের এই সব সমীক্ষার অবলোকন ও তথ্যাহৃতি তৎসত্ত্বেও আজও যে অদ্বিতীয় হয়ে আছে সেই প্রত্যয়বলে সুধী পাঠকের মনোযোগ প্রার্থনা করতে পারি তবু অবিচলিত হয়ে। দু ভাগে বিন্যস্ত এ বইয়ের লক্ষ্য সুধীন্দ্রনাথের রচনা পাঠের অগ্রিম একটা ভূমিকা প্রস্তুত করে দেওয়া; রচনাই মুখ্য, বৈয়াকরণ শব্দোপায়ের মধ্যে অন্বীক্ষা দর্শনেতিহাস বা উপান্ত তত্ত্বেরও অবশ্য সংস্থান আছে, কিন্তু আনুষঙ্গিক তথ্য কবির জীবনযাত্রা অনুমানের চাইতে রচনার উপজীব্য, বা নানা মাত্রা নির্ণয়েরই কাজে লাগে এমন বাসনা ছিল গ্রন্থ প্রকল্পনার কালে। অন্তত সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কবি-অভিপ্রায়ও মনে হয় তেমনই— যিনি আত্মপ্রসঙ্গে আসার আগেই আত্মজীবনীর ক্ষান্তি করে দেন, কয়েকবার বিশ্বপর্যটন করেও এক ছত্র ভ্রমণরোমাঞ্চের প্রশ্রয় দেন না এবং কাব্যরচনার বেলায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সংস্কৃত কবিতারও অনুমোদন নাকচ করতে চান না, কেবল স্বাক্ষরহারা রূপকৃতির পারবশ্য স্বরূপে। যবনী ঘটের গায়ে মধুস্রাবী যে আখ্যানের চিত্র উদ্‌বুদ্ধ করেছিল যুগান্তপারের রোম্যান্টিক কবিকে কে সেই ঘটকার, কী তাঁর একান্ত বলার ছিল— না জেনেও তো শিল্পের ঊণতা হয় না। সম্প্রতিকালে দেরিদা বলেছেন মূল তথ্যানুষঙ্গ বিস্মৃত হলে পরে তবেই লেখা পাঠ্য হয়ে ওঠে নিজমূল্যে এবং তার ক্রিয়া সে অব্যাজে সম্পন্ন করতে পারে পাঠকচিত্তে, লেখক কী চেয়েছিলেন সে লক্ষ্য বা অভিপ্রায় গণনা করার প্রয়োজন পড়ে না।

আমরা এত দূর নিশ্চয় বলতে পারি না যেখানে কালে-ভদ্রের বা সোপলক্ষ্যের কাব্যালোচনা মূলত 'লেখকের জীবনেতিহাস' বা আলোচকের, কিংবা কবির ব্যক্তিজীবনের গালগল্পের (জনশ্রুতি বা অ্যানেক্‌ডোটের) পুঞ্জীকৃতি আর তারই সমাদৃত বাড়বাড়ন্ত, তবু জানাই এ বইয়ের লেখকেরা অকাতরে জানিৎ বা অনুদ্‌ঘাটিত তথ্যের ব্যবহার

করেছেন রচনারই সহায়ক মেনে, প্রধানত। মতামতের, ইতিহাসকোণের, ভাবলক্ষণের কথাও এসেছে, হয়তো রচনার নিয়ামক সূত্র ব'লে সবসময় তার দাবি নেই যদিও দায় আছে অন্তর্গত বাদ-বিতর্ক প্রবণতার খোঁজ নেয়ার— লেখার বা লেখক্রিয়ার। বইয়ের পুরোভাগে কবি, তাঁর সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি, তাঁর গ্রন্থাবলী, তাঁর রচনাক্রমেরও আমরা পঞ্জি করে দিতে চেষ্টা করেছি সাধ্যমতো— প্রাথমিক উপকরণ ব'লে, রচনা পাঠের সহায় হতে পারে বিবেচনায়।

বইয়ের আগ্রহ মূলত লেখারই ক্রিয়া বা কৃতির দিকে যদিও লেখকও পাঠ-সন্ধিৎসার বিষয় হয়ে উঠতে পারেন, নিশ্চয় হয়েছেনও— রূপকারীর বা নিরূপিতের অন্তঃসত্তা বা আত্মতত্ত্বের প্রশ্নে। তবু গদ্যলেখারও এখানে মতে বা তর্কে নয়, দেবতোষ বসুর দৃষ্টি গদ্যের কবিতাতে। কবিতারও রহস্য বয়ন নয়, ছন্দ-ভাষার সংগঠননৈপুণ্য প্রতিপাদ্য শ্রী সুরজিৎ দাশগুপ্তের লেখায়। কাব্য ও অনুবাদ-কাব্যের অবলোকনেও কবিতার প্রসার গূঢ়োদ্ধার ঘটেছে কবি এবং ব্যাখ্যাতা লেখকদের কবিদৃষ্টি ও তথ্যজ্ঞানের সমবায়ে। আবার কবিমনের দোলাচলের নিষ্কর্ষ থেকে তাঁর দার্শনিক প্রস্থান স্থির করে তুলেছেন শ্রী রঞ্জিত সিংহ, তখনও অনিবার্যভাবেই প্রশ্ন উঠেছে অন্তঃসত্তার কেননা সলক্ষ্য চিন্তা যাঁর কবিতার উপজীব্য, কবিপ্রসিদ্ধির রূপায়ণেই তাঁর সমাপ্তি হয় না। এছাড়া, অগ্রন্থিত বিষয়োপকরণের ব্যবহারে বিশদ করতে চেষ্টা করা হয়েছে অনতিগোচর সুধীন্দ্রনাথের উপন্যাসচিন্তা, উপন্যাস যাঁর কর্মসূচীর মধ্যে ছিল, কিন্তু কয়েকখানি সে সময়কার সদ্য উপন্যাসের পাঠবিবরণের বাইরে স্বলিখিত উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদ মাত্র যিনি পত্রস্থ করার কথা ভেবেছিলেন জীবনপ্রান্তে এসে। জীবনের যে অস্থির, সামাজিক হেতুনির্বন্ধে তাঁর অন্য রচনারও পরিমাণ অপ্রসর রয়ে গেছে তারই তথ্যাঢ্য বিবরণ প্রণয়ন করেছেন নিরঞ্জন হালদার— তাঁর প্রস্তূয়মান সুধীন্দ্রজীবনীর বহুল বিনিয়োগ করে। সে বই শেষ হবার আগেই তাঁর এ লেখা হয়তো সুকৃতিবলেই আমরা এখানে প্রকাশ করতে পারলাম।

হিরণকুমার সান্যাল ও শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের বহুপ্রসিদ্ধ বইদুখানি ছাড়াও এই বই প্রস্তুত করতে আমরা সাহায্য লাভ করেছি : সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'কল্লোলোত্তর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত' (পূর্বাশা, পৌষ ১৩৬১) প্রবন্ধ, দীপ্তি ত্রিপাঠীর গবেষণাগ্রন্থ 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়' (শ্রাবণ

১৩৬৫) ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রণীত 'আধুনিক কবিতার ভূমিকা' (ভাদ্র ১৩৬৬); *Radical Humanist* 28 August 1960 (ভাদ্র ১৩৬৭) সংখ্যা; হরীন্দ্রনাথ দত্ত : 'দত্ত পরিবার, সুধীন্দ্রনাথ ও "পরিচয়" এর প্রকাশ' ও 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থপঞ্জি' ও 'পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাপঞ্জি' (উত্তরসূরি, আশ্বিন ১৩৬৭); 'কবিতা', পৌষ ১৩৬৭তে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত সুধীন্দ্রনাথের 'পত্রগুচ্ছ' এবং 'জীবনপঞ্জি' ও 'গ্রন্থপঞ্জি'; 'পূর্বাশা' ১৩৭০-১৩৭১ বর্ষে সংখ্যায় সংখ্যায় প্রকাশিত 'পূর্বাশার কথা' এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩৭১ সংখ্যায় 'সুধীন্দ্রনাথের কতিপয় চিঠি'; *The World of Twilight* (১৩৭৭) গ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথের অসম্পন্ন আত্মজীবনী ছাড়া এডোয়ার্ড শিল্স লিখিত বইয়ের 'Introduction'; পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত রবীন্দ্রনাথ-সুধীন্দ্রনাথ পত্রবিনিময় (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৯), নিরঞ্জন হালদার স° 'সুধীন্দ্রনাথ' (১৩৮২), অরুণ সেন স° বিষ্ণু দে-কে লিখিত সুধীন্দ্রনাথের পত্র সংকলন 'এই মৈত্রী! এই মনান্তর!' (১৩৮৪), নরেশ গুহ ও অরুণকুমার সরকার স° 'বিভাব' দিলীপকুমার গুপ্ত সংখ্যা (১৩৮৬), অমিয় দেব প্রণীত সাহিত্য অকাদেমির Makers of Indian Literature সিরিজের *Sudhindranath Datta* (১৩৮৯), 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৩৯৫) গ্রন্থে জগন্নাথ চক্রবর্তী-কৃত ভূমিকা; পুলক চন্দ স° 'অনুষ্টুপ সমর সেন বিশেষ সংখ্যা' (১৩৯৫), সুতপা ভট্টাচার্য্য স° রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' ষোড়শ খণ্ড (বিশ্বভারতী ১৪০২) এবং R. M. Pal স° *Selections from Marxian Way and Humanist Way* (১৪০৬)— এবং তত্রত্য শিবনারায়ণ রায়ের ভূমিকা ও সম্পাদক লিখিত 'short note'—এই সব রচনা ও গ্রন্থাদি থেকে, সে কথা উল্লেখ করি। বই পত্র সংগ্রহ করে দিয়ে ও আরো নানাভাবে সহায়তা করেছেন শ্রী নিরঞ্জন হালদার, শ্রী অরুণকুমার ঘোষ, শ্রী রবিন পাল ও শ্রী সুমন গুণ। বই প্রকাশের পূর্বেই আমাদের পরম বন্ধু দেবতোষ বসুর দেহান্ত হয়েছে, এ লেখাটিই তাঁর শেষ লেখা, বইয়ের সঙ্গে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত হয়ে রইল।

ইতি কলকাতা শারদ ষষ্ঠী ১৪০৮

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

নতুন বইয়ে আগের লেখা বা তার পাঠের কোনো ব্যতিক্রম করা হয় নি, কেবল প্রসঙ্গপূরণার্থে চারটি নতুন লেখা যোগ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সুধীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি খাতার অপ্রকাশিত গল্প-অনুবাদগল্প, স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজে যুক্ত থাকার কালে সেখানে প্রকাশিত গ্রন্থালোচনা এবং ইংরেজি রেডিয়ো ভাষণ বাংলা ইংরেজি দুখানি বইয়ে যথোচিত পরিচায়িকা সহ প্রকাশিত হয়েছিল, তার কোনো কোনো তথ্য বা সন্ধান লেখার সহায় হিসেবে আমাদের আগের বইয়েই কাজে লেগেছিল, বিস্তারিত জানতে পাঠককে সে বই দুখানি দেখে নিতে অনুরোধ করি। লেখকের প্রকাশ না করা বা খণ্ডিত লেখায় আংশিকতা বা সংবরণবোধ ছাড়া নতুন কোনো মাত্রা অবশ্য সেখানে তাঁর রচনায় আসবে বলে মনে হয় না। বিভিন্ন সময়ে আমাদের বইখানি কেউ কেউ পুনঃপ্রচলিত করার কথা জানিয়েছিলেন, নানা কারণেই তা সম্ভব হয় নি। এখনও কোনো সূত্রে কারও যদি কাজে লাগে, তাহলেই বইয়ের সার্থকতা।

ইতি মীঠাপুর, পটনা ৫ নভেম্বর ২০২২

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনি বিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি, তাঁর মতো নানাগুণসমন্বিত পুরুষ রবীন্দ্রনাথের পরে আমি অন্য কাউকে দেখি নি।... সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এমন একজন কবি যাঁর প্রতিভার প্রাচুর্যের কথা ভাবলে প্রায় অবাকই লাগে যে কবিতা লেখার মতো একটি নিরীহ, আসীন, ও সামাজিক অর্থে নিষ্ফল কর্মে তিনি গভীরতম নিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

বুদ্ধদেব বসু। 'কবিতা' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সংখ্যা, পৌষ ১৩৬৭।

Sudhindranath Datta represented a link between one age of Bengali culture and another. It will not be an exaggeration to say that he was in some ways the last Mandarin of Bengali culture; and we will not see his like again.

Niranjan Majumder : *The Statesman* 25 June 1961.

শামা প্রকাশনীর বই

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—গ্রন্থমালা

মুহূর্তের ভাষ্য
হেঁয়ালির ছন্দ
পাঁচ রাস্তার পালা
বামন জাদুকরের গল্প
পুপু
অচিন দেশের গল্প
বেরটোল্ট ব্রেস্‌টের কবিতা
সাদা বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে

রবীন্দ্রোত্তর কবিতার মুখ্য একজন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, পরিচয় পত্রিকা প্রকাশ করে বাংলা কবিতায় সর্বাত্মক যুগান্তরের সূত্রপাত করেছিলেন। ক্রমান্তরে তরলিত সাহিত্যের আবহে তাঁর রচনা ক্রমশ সুদূর ও আবস্থায়ী হয়ে চলেছে, তার পাঠ অনুধাবন আজ আর নেই বললেই চলে। বাংলার শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখকদের সমীক্ষা সমন্বয় করে দীর্ঘদিন আগের এই বইখানির পুনঃপ্রকাশ তার লেখার উজ্জীবনের একটি সযত্ন প্রয়াস।